প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৪ জানুয়ারী, ২০১৮

আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার দাবী

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক শ্রম মানদন্ডের তুলনামুলক পর্যালোচনা ঃ নারী শ্রমিক সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন শীর্ষক মতবিনিময় সভায় আলোচকগণ আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রম আইনে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার দাবী জানান। বক্তারা বলেন, দেশে শ্রম আদালতের সংখ্যা কম এবং দূরবর্তী এলাকা বিদ্যমান আদালতের এখতিয়ারাধীন থাকায় সাধারণ শ্রমিক হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। কাজেই শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। ব্লাস্ট এর নেতৃত্বে এবয় বিডব্লিউএইচসি, মেরী স্টোপস এবং আমরাই পারি জোটের সহযোগিতায় পরিচালিত সখী প্রকল্প ডেইলী স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে এ সভার আয়োজন করে।

মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নেদারল্যান্ড দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেটা কুলেনারে। তিনি বলেন নারী ও পুরুষের সমঅধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের আরও অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় সবাইকে সংগঠিত হতে হবে।

সভায় গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সখী প্রকল্পের গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন সমন্বয়কারী ব্যারিস্টার নাওমী নাজ চৌধুরী। এ গবেষণায় নারী শ্রমিকের অধিকার বিষয়ে আর্ন্তজাতিক মানদন্ড ও জাতীয় আইনের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে সকল আইনে সংশোধন প্রয়োজন সে বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

সভায় সাংসদ শিরিন আক্তার বলেন, দেশের শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে কিন্তু নারীদের অবদানের দৃশ্যমানতা নেই। তাদের অবদানকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। তিনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উপর জোর দেন।

কল কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মহা-পরিদর্শক মো: সামসুজ্জামান ভূইয়াঁ বলেন, কারখানা পরিদর্শনের জন্য সরকারী লোকবল অপ্রতুল। শ্রম আদালতে আমাদের কোন আইনজীবী নেই। বর্তমান অবস্থা উত্তরণে এ সব সমস্যার সমাধান জরুরী ।

আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নুরুন্নাহার ওসমানী । তিনি বলেন, দেশে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় আইন রয়েছে কিন্ত বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই । শ্রমিকদের সুবিধার্থে দেশের প্রতিটি জেলায় শ্রম আদালত স্থাপন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। চলমান মামলাগুলোর দীর্ঘসূত্রীতা শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে বড় বাধা। ঢাকায় মাত্র একটি লেবার আপীলেট ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে রিট করা হয় যেখানে একজন আপীল বিভাগের বিচারকের রায়ের রিভিউ করেন হাইকোর্টেও একজন বিচারপতি।

গভায় আলোচকগণ বলেন, দেশের শ্রমজীবী কতজন আইনের সুরক্ষার মধ্যে আছেন সেটা বিবেচ্য বিষয়। নারী শ্রমিকদের আইনের সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। আইনের বিষয়গুলো নারী শ্রমিকদের জানাতে হবে। গার্মেন্টেস সেক্টরে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে।

উক্ত সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহি পরিচালক, বিলস্, এডভোকেট সেলিম আহসান খান, সাধারণ সম্পাদক, লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন, মাহিন সুলতান, নারীপক্ষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এবং ব্লাস্টের প্রধান আইন উপদেষ্টা বিচারপতি নিজামুল হক। সঞ্চালনা করেন ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন। তিনি বলেন যেসব আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে তার পূর্ণ প্রতিফলন দেশের আইনগুলোতে থাকতে হবে।

সভায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক শ্রম মানদন্ডের তুলনামুলক পর্যালোচনা তুলে ধরেন ব্যারিস্টার নাওমী নাজ চৌধুরী। গবেষণায় নারী শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য যৌন সহিংসতা, নিরাপত্তা, মাতৃতকালীন স্বাস্থ্যসুবিধা এবং ছুটি, নির্ভরশীল শিশু / পরিবার দায়িত্ব, স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপদ আশ্রয় বিষয়ে বাংলাদেশের শ্রম আইনের অধীন নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আর্ন্তজাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠান (আইএলও) The International Labour Organization (ILO) এর আটটি মৌলিক নীতিমালা বিদ্যমান (যেমন, শ্রমিকদের অধিকার বিবেচনা বিষয়ক কনভেনশন) যা সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মেনে চলা দায়িত্ব। এই সনদগুলোর মধ্যে গুরত্বপূর্ণ হল, নারী শ্রমিকদের সমান পারিশ্রমিক প্রদান সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১৯৫১ (নং ১০০) এবং বৈষম্য (কর্মসংস্থান এবং পেশা) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১৯৫৮ (নং ১১১)।[১] বাংলাদেশ উভয় সনদে স্বাক্ষর প্রদান করেছে। তাছাড়া আরো অনেক অন্যান্য ঐচ্ছিক নিয়মাবলী বিদ্যমান, যার মধ্যে দুটি হলো, নারী শ্রমিকদের পারিবারিক দায়িত্ব সংক্রান্ত

[1] http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

সনদ, ১৯৮১ (নং ১৫৬) এবং মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা সনদ, ২০০০ (নম্বর ১৮৩)। বাংলাদেশ এই সনদগুলির কোনটিই গ্রহণ করেনি।

সভায় আলোচকগণ উল্লেখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং নারী শ্রমিকের আইনগত অধিকার রক্ষায় এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও সংশোধনে সরকারি-বেসরকারি ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, সখি একটি কনসোর্টিয়াম, যেটি ঢাকা শহরের ১৫টি বস্তিতে যৌন ও প্রজনন সেবার উপর সরাসরি আইনি, স্বাস্থ্য এবং তথ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এই কনসোর্টিয়াম ব্লাস্টের নেতৃত্বে এবং নেদারল্যান্ড অ্যাম্বেসীর অর্থায়নে বিডব্লিউএইচসি, মেরী স্টোপস এবং আমরাই পারি জোট কাজ করে যাচ্ছে।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd